হিন্দু নাবালকত্ব ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬

(১৯৫৬-র ৩২ নং আইন)

হিন্দুগণের মধ্যে নাবালকত্ব ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কিত বিধির কোন কোন অংশ সংশোধিত ও সংহিতাবদ্ধ করণার্থ আইন।

[২৫শে আগস্ট, ১৯৫৬]

ভারত সাধারণতন্ত্রের সপ্তম বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

১। (১) এই আইন হিন্দু নাবালকত্ব ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে এবং যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহে এই আইন প্রসারিত হইবে সেই রাজ্যক্ষেত্রসমূহে অধিবাসী যে হিন্দুগণ উক্ত রাজ্য-ক্ষেত্রসমূহের বাহিরে আছেন তাঁহাদের প্রতিও ইহা প্রযুক্ত হইবে।

এই আইন ১৮৯০-এর ৮ আইনের অনুপূরক হইবে।

২। এই আইনের বিধানসমূহ অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০-এর অধিকন্তু হইবে এবং, এই আইনে অতঃপর স্পষ্টভাবে যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপে ভিন্ন, উহার হ্রাসক হইবে না।

আইনের প্রয়োগ।

৩। (১) এই আইন প্রযুক্ত হইবে—

(ক) কোন বীরশৈব, কোন লিঙ্গায়ত অথবা ব্রাহ্ম, প্রার্থনা বা আর্যসমাজের কোন অনুগামী সমেত এরূপ যেকোন ব্যক্তির প্রতি, যে হিন্দু ধর্মের যেকোন রূপ বা বিকাশ অনুযায়ী ধর্মে হিন্দু,

(খ) এরূপ যেকোন ব্যক্তির প্রতি, যে ধর্মে বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ, এবং

(গ) এই আইন যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহে প্রসারিত সেই রাজ্য-ক্ষেত্রসমূহে অধিবাসী এরূপ অন্য যেকোন ব্যক্তির প্রতি, যে ধর্মে মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী বা ইহুদী নহে, যদি না ইহা প্রমাণিত হয় যে এই আইন গৃহীত না হইয়া থাকিলে ঐরূপ কোনও ব্যক্তি এই আইনে ব্যবস্থিত বিষয়সমূহের যেকোনটি সম্পর্কে হিন্দু

বিধিদ্বারা বা ঐ বিধির অংশরূপ কোন রীতি বা প্রথা দ্বারা শাসিত হইত না।

ব্যাখ্যা।—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ধর্মে হিন্দু বা, স্থলবিশেষে, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ঃ—

(i) যেকোন সন্তান, বৈধ বা অবৈধ, যাহার পিতামাতা উভয়ই ধর্মে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ;

(ii) যেকোন সন্তান, বৈধ বা অবৈধ, যাহার পিতামাতার একজন ধর্মে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ এবং যে, ঐ পিতা বা মাতা যে জনজাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আছে বা ছিল তাহার সদস্যরূপে লালিত ; এবং

(iii) যেকোন ব্যক্তি, যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ধর্মে ধর্মান্তরিত বা পুনর্ধর্মান্তরিত।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই সংবিধানের ৩৬৬ অনুচ্ছেদের (২৫) প্রকরণের অর্থের অন্তর্গত কোনও তফসিলী জনজাতির সদস্যগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না, যদি না কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অন্যথা নির্দেশ করেন।

(২ক) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই আইনের কোন কিছুই সঙ্ঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র পণ্ডিচেরির রেনোসাঁগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না।

(৩) এই আইনের যেকোন অংশে 'হিন্দু' শব্দের এরূপ অর্থ করিতে হইবে যেন ইহা এরূপ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যে, যদিও ধর্মে হিন্দু নহে তথাপি, এরূপ ব্যক্তি যাহার প্রতি এই আইন এই ধারার বিধানসমূহের বলে প্রযুক্ত হয়।

সংজ্ঞার্থ।

৪। এই আইনে,

(ক) 'নাবালক' বলিতে এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যে আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ করে নাই ;

(খ) 'অভিভাবক' বলিতে এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার উপর কোন নাবালকের শরীরের অথবা তাহার সম্পত্তির অথবা তাহার শরীর ও সম্পত্তি উভয়ের তত্ত্বাবধানের ভার আছে, এবং উহা অন্তর্ভুক্ত করিবে—

(i) কোন স্বাভাবিক অভিভাবক,

(ii) কোন নাবালকের পিতার বা মাতার উইল দ্বারা নিযুক্ত কোন অভিভাবক,

(iii) কোন আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন অভিভাবক, এবং

(iv) কোন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস সম্পর্কিত কোন আইন দ্বারা বা অনুযায়ী অভিভাবকরূপে কার্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি।

(গ) 'স্বাভাবিক অভিভাবক' বলিতে ৬ ধারায় উল্লিখিত যেকোন অভিভাবক বুঝাইবে।

আইনের অভিভাবা কার্যকারিতা।

৫। এই আইনে অন্যথা স্পষ্টভাবে যেরূপ বিহিত আছে সেরূপ ভিন্ন—

(ক) যে যে বিষয়ের জন্য এই আইনে বিধান করা হইয়াছে সেরূপ কোন বিষয়ের জন্য এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ হিন্দুবিধির কোন পাঠ, নিয়ম বা অর্থপ্রকটন অথবা ঐ বিধির অংশরূপ কোন রীতি বা প্রথা আর কার্যকর থাকিবে না।

(খ) এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ অন্য যেকোন বিধি এই আইনের অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহের কোনটির সহিত যতদূর পর্যন্ত অসমঞ্জস ততদূর পর্যন্ত আর কার্যকর থাকিবে না।

হিন্দু নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবক।

৬। হিন্দু নাবালকের শরীর সম্পর্কে এবং নাবালকের (যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে তাহার অবিভক্ত স্বার্থ বাদে) সম্পত্তি সম্পর্কে তাহার স্বাভাবিক অভিভাবক হইবে,—

(ক) কোন বালক বা কোন অবিবাহিতা বালিকার ক্ষেত্রে—পিতা, ও তাহার পরে, মাতা: তবে, যে নাবালকের বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয় নাই তাহার অভিরক্ষা সাধারণতঃ তাহার মাতার উপর থাকিবে;

(খ) কোন অবৈধ বালক বা কোন অবৈধ অবিবাহিতা বালিকার ক্ষেত্রে—মাতা, ও তাহার পরে, পিতা;

(গ) বিবাহিতা বালিকার ক্ষেত্রে—স্বামী;

তবে, কোন ব্যক্তিই এই ধারার বিধানসমূহ অনুযায়ী কোন নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবক হিসাবে কার্য করিবার অধিকারী হইবে না—

(ক) যদি সে আর হিন্দু না থাকে, অথবা

(খ) যদি সে বাণপ্রস্থ অথবা যতি বা সন্ন্যাসী হইয়া সম্পূর্ণভাবে বা চূড়ান্তভাবে সংসার ত্যাগ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় 'পিতা' ও 'মাতা' শব্দগুলি বিপিতা ও বিমাতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

দত্তকপুত্রের স্বাভাবিক অভিভাবকত্ব।

৭। কোন নাবালক দত্তকপুত্রের স্বাভাবিক অভিভাবকত্ব, দত্তকগ্রহণের পর, দত্তক পিতাতে এবং তাহার পরে দত্তক মাতাতে বর্তাইবে।

স্বাভাবিক অভিভাবকের ক্ষমতাসমূহ।

৮। (১) এই ধারার বিধানসমূহের অধীনে, কোন হিন্দু নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবকের এরূপ সকল কার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে যাহা নাবালকের হিতের জন্য অথবা নাবালকের সম্পদের আদায়, রক্ষণ বা হিতের জন্য প্রয়োজনীয় বা যুক্তিসঙ্গত এবং উচিত; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ঐ অভিভাবক কোন ব্যক্তিগত অঙ্গীকারপত্র দ্বারা ঐ নাবালককে আবদ্ধ করিতে পারিবে না।

(২) স্বাভাবিক অভিভাবক, আদালতের পূর্বানুমতি ব্যতীত,—

(ক) নাবালকের স্থাবর সম্পত্তির কোনও অংশ বন্ধক দিতে বা প্রভারিত করিতে অথবা বিক্রয়, দান বা বিনিময় দ্বারা বা অন্যথা হস্তান্তরিত করিতে পারিবে না, অথবা

(খ) পাঁচ বৎসরের অধিক মেয়াদের জন্য, অথবা নাবালক যে তারিখে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইবে সেই তারিখের পর এক বৎসরের অধিক কাল যে মেয়াদ প্রসারিত হইবে সেই মেয়াদের জন্য, ঐরূপ সম্পত্তির কোন অংশের পাট্টা দিতে পারিবে না।

(৩) (১) উপধারা বা (২) উপধারার উল্লঙ্ঘনে কোন স্বাভাবিক অভিভাবক কর্তৃক কৃত স্থাবর সম্পত্তির যেকোন বিলিব্যবস্থা নাবালকের অথবা তদধীনে দাবীদার যেকোন ব্যক্তির উপরোধে বাতিলযোগ্য হইবে।

(৪) কোনও আদালত স্বাভাবিক অভিভাবককে প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ব্যতীত অথবা নাবালকের সুস্পষ্ট সুবিধার্থে ব্যতীত (২) উপধারায় উল্লিখিত কোন কার্য করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন না।

(৫) অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০, (২) উপধারা অনুযায়ী আদালতের অনুমতি লাভের জন্য আবেদনের প্রতি এবং তৎসম্পর্কে সর্বতোভাবে প্রযুক্ত হইবে, যেন উহা ঐ আইনের ২৯ ধারা অনুযায়ী আদালতের অনুমতি লাভের জন্য কোন আবেদন, এবং বিশেষতঃ— ১৮৯০-এর ৮।

(ক) আবেদন সম্পর্কিত কার্যবাহ ঐ আইনের ৪ক ধারার

অর্থের মধ্যে ঐ আইন অনুযায়ী কার্যবাহ বলিয়া গণ্য হইবে ;

(খ) আদালত ঐ আইনের ৩১ ধারার (২), (৩) ও (৪) উপধারায় বিনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন ও ক্ষমতাসমূহ প্রাপ্ত হইবেন ; এবং

(গ) স্বাভাবিক অভিভাবককে এই ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত কোন কার্য করিবার অনুমতি দিতে আদালতের অস্বীকৃত হইবার আদেশ হইতে আপীল সেই আদালতে করা চলিবে যে আদালতে প্রথমোক্ত আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ হইতে আপীল সাধারণতঃ করা চলে।

(৬) এই ধারায়, 'আদালত' বলিতে নগর দেওয়ানী আদালত বা কোন জেলা আদালত অথবা অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০-এর ৪ক ধারা অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আদালত বুঝাইবে, যাহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে সেই স্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত যাহার সম্পর্কে আবেদন করা হইয়াছে, এবং যেক্ষেত্রে ঐ স্থাবর সম্পত্তি ঐরূপ একাধিক আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত, সেক্ষেত্রে সেই আদালত বুঝাইবে যাহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ অবস্থিত।

১৮৯০-এর ৮।

উইলগত অভিভাবক এবং তাহার ক্ষমতা।

৯। (১) নাবালক বৈধ সন্তানগণের স্বাভাবিক অভিভাবকরূপে কার্য করিবার অধিকারী কোন হিন্দু পিতা তাহাদের কাহারও জন্য ঐ নাবালকের শরীর সম্পর্কে বা ঐ নাবালকের (১২ ধারায় উল্লিখিত অবিভক্ত স্বার্থ ব্যতীত) অন্য সম্পত্তি সম্পর্কে, অথবা এতদুভয় সম্পর্কে, উইল দ্বারা একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারেন।

(২) (১) উপরাধা অনুযায়ী কৃত কোন নিয়োগের কোনও কার্যকারিতা থাকিবে না যদি পিতার মৃত্যু মাতার মৃত্যুর পূর্বে হয়, কিন্তু উহা পুনরায় কার্যকারিতা প্রাপ্ত হইবে যদি মাতা, উইল দ্বারা, কোন ব্যক্তিকে অভিভাবকরূপে নিযুক্ত না করিয়াই মারা যায়।

(৩) নাবালক বৈধ সন্তানগণের স্বাভাবিক অভিভাবকরূপে কার্য করিবার অধিকারী কোন হিন্দু বিধবা, এবং পিতা স্বাভাবিক অভিভাবকরূপে কার্য করিবার অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছে এই কারণে নাবালক বৈধ সন্তানগণের স্বাভাবিক অভিভাবকরূপে কার্য

করিবার অধিকারী কোন হিন্দু মাতা, তাহাদের কাহারও জন্য, ঐ নাবালকের শরীর সম্পর্কে বা ঐ নাবালকের (১২ ধারায় উল্লিখিত অবিভক্ত স্বার্থ ব্যতীত) অন্য সম্পত্তি সম্পর্কে, অথবা এতদুভয় সম্পর্কে, উইল দ্বারা, একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৪) নাবালক অবৈধ সন্তানগণের স্বাভাবিক অভিভাবকরূপে কার্য করিবার অধিকারী কোন হিন্দু মাতা, তাহাদের কাহারও জন্য, ঐ নাবালকের শরীর সম্পর্কে বা ঐ নাবালকের সম্পত্তি সম্পর্কে, অথবা এতদুভয় সম্পর্কে, উইল দ্বারা, একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৫) উইল দ্বারা ঐরূপে নিযুক্ত অভিভাবক, এই আইনে ও ঐ উইলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট থাকে সেরূপ প্রসার পর্যন্ত ও সেরূপ কোন বিধিনিষেধ থাকিলে তৎসাপেক্ষে, নাবালকের পিতার বা, স্থলবিশেষে, মাতার মৃত্যুর পর নাবালকের অভিভাবকরূপে কার্য করিবার ও স্বাভাবিক অভিভাবকের সকল অধিকার প্রয়োগ করিবার অধিকারী হইবে।

(৬) উইল দ্বারা ঐরূপে নিযুক্ত অভিভাবকের অধিকার, যেক্ষেত্রে নাবালক একজন বালিকা সেক্ষেত্রে, তাহার বিবাহের পর অবসিত হইয়া যাইবে।

সম্পত্তির অভিভাবকরূপে কার্য করিতে নাবালকের অক্ষমতা।

১০। নাবালক কোন নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবকরূপে কার্য করিতে অক্ষম হইবে।

কার্যতঃ অভিভাবক নাবালকের সম্পত্তির লেনদেন করিবে না।

১১। এই আইনের প্রারম্ভের পর, কোনও ব্যক্তি কোন নাবালকের সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা বা লেনদেন করিতে কেবল এই হেতুতে অধিকারী হইবে না যে সে ঐ নাবালকের কার্যতঃ অভিভাবক।

যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে নাবালকের অবিভক্ত স্বার্থের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করা যাইবে না।

১২। যেস্থলে কোন নাবালকের যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে কোন অবিভক্ত স্বার্থ থাকে এবং ঐ সম্পত্তি ঐ পরিবারের কোন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের পরিচালনাধীনে থাকে, সেস্থলে ঐরূপ অবিভক্ত স্বার্থ সম্পর্কে নাবালকের জন্য কোন অভিভাবক নিযুক্ত করা যাইবে না ঃ

তবে, এই ধারার কোন কিছুই ঐরূপ স্বার্থ সম্পর্কে অভিভাবক নিযুক্ত করিবার পক্ষে হাইকোর্টের ক্ষেত্রাধিকারকে প্রভাবিত করে বলিয়া গণ্য হইবে না।

নাবালকের কল্যাণই সর্বোপরি বিবেচ্য বিষয় হইবে।

১৩। (১) কোন হিন্দু নাবালকের অভিভাবকরূপে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ বা ঘোষণা করিতে আদালতের নিকট নাবালকের কল্যাণই সর্বোপরি বিবেচ্য বিষয় হইবে।

(২) কোনও ব্যক্তি এই আইনের অথবা হিন্দুগণের মধ্যে বিবাহে অভিভাবকত্ব সম্পর্কিত কোনও বিধির বিধানসমূহের বলে অভিভাবকত্বের অধিকারী হইবে না, যদি আদালতের অভিমত হয় যে তাহার অভিভাবকত্ব নাবালকের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না।

———